দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 22 JUN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... 5 ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

116

## ফল প্রকাশে আর কত দিন ?

আমরা সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হতভাগ্য ছাত্র-ছাত্রী। আমাদের ১৯৮৬ সালের বিএস-এস (অনার্স) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত ডিসেম্বর '৮৮ ও জানুয়ারী '৮৯-তে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী দুই মাসের মধ্যেই পরীক্ষার ফল বের হবার কথা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ছয় মাস অতিবাহিত হতে চলছে ইনষ্টিটিউট তথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও গাফিলতির কারণে অদ্যাবধি রেজাল্ট ঘোষণা করা হচ্ছে না। গত ১০ই জুন ছিল বি,সি,এস, পরীক্ষার ফরম জমা দেয়ার শেষ দিন। আমরা ১০ই জুনের পূর্বে রেজাল্ট ঘোষণা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই। ৭ই জুন রেজাল্ট দিবেনবলে কর্তৃপক্ষ মৌখিকভাবে জানিয়ে দেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অজ্ঞাত কারণে উক্ত তারিখে রেজাল্ট ঘোষণা করা হয়নি। আর কবে নাগাদ ঘোষণা করা হবে তার কোন সঠিক জবাব পাওয়া যায়নি। অথচ অন্যান্য অনেক ডিপার্টমেন্টের রেজাল্ট অনেক আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের মাত্র ৪৭ জন পরীক্ষার্থীর রেজাল্ট ঘোষণা করতে কতদিন সময় লাগে ?

যে সমস্ত শিক্ষক দেশের নানাবিধ সমস্যার কথা, দুর্নীতি-অনাচার-অবিচারের কথা শ্রেণীকক্ষে জোর গলায় বলে বেড়ান, অন্যের সমালোচনা করেন তারাই যখন সমস্যা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ান তখন খুবই দুঃখ হয়। আমরা এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

'সমাজকল্যাণের' ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে জনৈক ছাত্র।

## প্রাথমিক বিদ্যালয়টির পূর্ণ সংস্কার চাই

দিনাজপুর জেলাধীন চিরির বন্দর উপজেলার খুনিয়াদীঘি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকে স্থাপন করা হয়। পাকিস্তান হতে বাংলাদেশ পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর যাবৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়টির কোনরকম উন্নয়ন হয়নি।

প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যালয়টি ইট, সিমেন্ট দিয়ে তৈরী করা হলেও অদ্যাবধি এর মেঝে ও দেওয়াল প্লাষ্টার করা হয়নি। স্কুলটির বারান্দা অর্ধনির্মিত অবস্থায় রয়েছে। স্কুলটির বহু সংখ্যক জানালা-দরজা উধাও হয়েছে। এগুলো লাগানো দরকার। বারান্দায় টিন নেই। বিদ্যালয়টির মূল ভবনের দক্ষিণ দিকের একটি বড় কক্ষের ওপর টিনের ছাউনি আজ ১৫।২০ বছর যাবৎ নেই।

স্কুলটি অত্র ৭ নং আউলিয়া পুকুর ইউ,পি'র সবচেয়ে পুরনো হলেও এটার ভাগ্যে বড় ধরনের উন্নয়নমূলক বরাদ্দ জোটেনি। স্কুলটিতে শত শত ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে। স্কুলটি সংলগ্ন কায়েন্ট হাটবাজার, এবং পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি গভীর নলকূপ স্থাপিত হওয়ায় স্কুলটির গুরুত্ব অতীতের তুলনায় বর্তমানে বহুলাংশে বেড়ে গেছে। স্কুলটি উপজেলা হেড কোয়ার্টার হতে দেড় মাইলের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও জেলা, উপজেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নজরে আসেনি। পরিণতিতে স্কুলটির ভবিষ্যৎ দিন দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে স্কুলটির আমূল সংস্কার কাজে হাত দেওয়ার জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এক্ষণে বিদ্যালয়টির পূর্ণ সংস্কার করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

মুন্সি মো: আবদুল হান্নান
সরকার
সাং-উত্তর ভোলানাথপুর
৭ নং আউলিয়াপুকুর ইউপি
ডাকঘর-বৈদেশীহাট
উপজেলা-চিরির বন্দর
জেলা-দিনাজপুর

## প, টি, আই ইন্সট্রাকটরগণের দাবী

আমি একজন পি, টি, আইতে (প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট) কর্মরত ইন্সট্রাক্টর। পি, এস, সি মাধ্যমে ১৯৮৭ সালের শেষের দিকে মনোনীত হয়ে ১৯৮৮র জানুয়ারী মাসে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি। এখানে বলে নেয়া দরকার যে, নিয়োগ বিধিতে আমাদের যোগ্যতার পরিমাপ ছিল এম, এস-সি। বেতন স্কেলটা:-১৩৫০-২৭৫০ ছিল। সে হিসেবে এখনও আমি বেতন পেয়ে আসছি।

এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার যে, পি, টি, আইগুলোতে দুটো স্কেলের শিক্ষক রয়েছেন, একটি হলো পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক যাদের বেতন স্কেল টা: ৮৫০ থেকে শুরু। আর এক প্রকার হলো ইন্সট্রাক্টর (তারা বিষয়ভিত্তিক ইন্সট্রাক্টরও হতে পারেন।), যাদের স্কেল টা: ১৩৫০ থেকে শুরু। পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা বি, এ, সি-ইন-এড (পি,টি,আই পাস করলে সার্টিফিকেট ইন-এডুকেশন ডিগ্রী দেয়া হয়) এবং ইন্সট্রাক্টরগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা এম, এস, সি, এম, এড ইত্যাদি অর্থাৎ মাষ্টার্স ডিগ্রী থাকতে হবে।

আমরা পি, টি আইতে যোগদান করার কিছুদিন পূর্বে পরীক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষক টা: ৮৫০/-বেতন স্কেলে যোগদান করেছেন। কিছুদিন চাকরি করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একখানা সার্কুলার এলো। তাতে লেখা আছে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিগকে তাদের বি,এড পাসের তারিখ থেকে ইন্সট্রাক্টরের বেতন স্কেল (টাকা: ১৩৫০-২৭৫০) দেয়া হোক যা ১৯৮৬ সাল থেকে কার্যকর হবে। সে ফর্মুলায় আমার জুনিয়র একজন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বি, এড সার্টিফিকেট থাকার সুবাদে আমার কয়েকদিন পূর্বে যোগদান করার জন্যেই আমার থেকে বেতন বেশী পাচ্ছেন। আমি কাগজে-কলমে সিনিয়র বটে, অর্থনৈতিকভাবে তিনিই আমার সিনিয়র, জিনিকিনা আমার থেকে নিম্নপদে কর্মরত আছেন। এখানে বি, এস, আর-এর নিয়ম নীরব কেন ?

আমাদের কথা হলো তাদের যা দেয়া হয়েছে তাতে আমরা আনন্দিত তবে সমস্যার সমাধানও আমরা চাই বটে, তাদের ইন্সট্রাক্টরের স্কেল দেয়ার ফলে আমাদের (ইন্সট্রাক্টরদের) বেতন স্কেল এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন স্কেল সমান হলো অথচ শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে একটা বড় ব্যবধান রয়েছে। যেখানে নিয়োগবিধি মোতাবেক শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যবধান রয়েছে সেখানে বেতন স্কেলেরও একটা ব্যবধান থাকা উচিত। তাই পরীক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন টাকা: ১৩৫০-২৭৫০ হলে ইন্সট্রাক্টরদের বেতন স্কেল পদমর্যাদাসহ ১৬৫০-৩০২০ টাকা হওয়া দরকার। যে দাবীটি আমাদের সমিতির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়েছে। অথচ এর কোন সুরাহা আজও হচ্ছে না।

শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং শিক্ষাদানের প্রকৃতি হিসেবে ইন্সট্রাক্টরদের পদমর্যাদা সাধারণ কলেজসমূহের প্রভাষকদের সমান পদমর্যাদা হওয়া উচিত। বিষয়টির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জনৈক ইন্সট্রাক্টর।